গান্ধর্বী
গার্গী ভট্টাচার্য

Gandharvi

GARGI BHATTACHARYA

==========

COPYRIGHTED MATERIAL

গান্ধর্বী

গার্গী ভট্টাচার্য

My website :

www.gargiz.com

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Maa Manasa ,The Snake goddess

“Two things define you: Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything.”

– Imam Ali

That in whom reside all beings and who resides in all beings, who is the giver of Grace to all, the Supreme Soul of the universe, the limitless being-I am That !!!

Amrita Bindu Upanishad

Maa Vaishnavi

মা বরাহী

মা চামুন্ডা

এই দৈব সিরিজের বইয়ের কভারগুনো দেখবেন । হিলিং দেবে । বিশেষ ভাবে সৃষ্ট । আমাকে মানসভূমে দেখানো হয় । আর এইগুনো একজাতের যন্ত্র বলা যায় ।

হিন্দুরা যা বলে থাকে, তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র । সেই যন্ত্র । এগুলি শুভ চিহ্ন । দেখলে আপনাদের হিলিং হবে । আর প্রাণ ভরে , চোখ ভরে বুবুকে দেখো ।

দিলসেভ্লগার১৩২৭ ইউটিউব চ্যানেল । মনে আছে তো ??

যোগিনী আছেন ৬৪/৮১ জন । এদের ভেতরে মূল কিছু আর কমদামি কিছু । মূল মাতৃকা ও দশ মহাবিদ্যারা হলেন জগৎমাতার রূপ কিন্তু গেঁয়ো কমদামী কিছু যোগিনী পরবর্ত্তীতে মুলস্রোতে প্রবেশ করেছে হিন্দু ধর্মে ও তারাও পুজো পেয়ে থাকে । এরাই তন্ত্রকে বিকৃত করেছে বহুযুগ ধরে । বৈদিক যুগের আগে ছিলো শুদ্ধ তন্ত্র আর তাতে বিকৃতি আনে এই সব যোগিনীগণ যাদের আগমণ রাক্ষস

লোক অথবা পিশাচ লোক হতে । এই কামুক ও নিম্নস্তরের সত্ত্বারা পুজোর ছলে মদ, মাংস , নারীদেহ ভক্ষণ করা ও রক্ত ও পশুর দেহ ভক্ষণ করার আছিলায় তন্ত্রকে নিম্নগামী করে দিয়েছে । বদলে এইসব যোগিনীরা পুজো পেতে শুরু করেছে আর কিছু বদ্ তান্ত্রিক এদের উপাসনা করে নিজেদের স্বার্থ মিটিয়েছে যেমন কবিতা লেখা , রবীন্দ্রনাথ , আগ্নেয়গিরি জ্বালানো , ভূমিকম্প করে বিধবংস করা , মানুষের প্লেগ ও মহামারী করা ও সমাজে নানান উপদ্রব করে করে নাশকতার সৃষ্টি করা । তাই তন্ত্র তার মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলেছে ।

শ্রী মাতোত্তরা তন্ত্র পড়ে দেখুন আরো তত্ত্ব পাবেন । তন্ত্রের উদ্দেশ্য হল হু অ্যাম আইকে জানা ও আই অ্যাম দ্যাটকে বোঝা । কিন্তু এইসব সস্তার যোগিনীগুলো একে নিচু স্তরের বাঈজী নাচে পরিণত করে ফেলেছে তাই এইসব স্পিরিচুয়াল বাঈজীগুলোকে ভগবান এবার তাড়িয়ে দেবেন । এগুলো নরকে পতিত হবে । আমাকে ক্রমাগত গালি দিচ্ছে ও শাপিত করছে ।

অথচ যেসব যোগিনীরা শুভ তাঁরা উন্নীত হবেন উচ্চপদে । সবার নাম আমি জানিনা । তবে প্রেত হাসিনী হবেন মাকালী । যোগিনী মালিনী হবেন

ভগবান বিষ্ণুর বামন অবতার । যোগিনী শঙ্খিনী ও ওয়ান্ডার ডগ বুবুর মাতাজী , পায়েল মুখার্জ্জী হবেন রুদ্র অবতার চন্ড , যোগিনী ডাকিনী রেখা মহাজন হবেন যমুনা নদী ও মহা যোগিনী হবেন নদ ব্রহ্মপুত্র আর অন্যান্যরাও নানান পদে অভিষিক্ত হবেন কিন্তু তাঁদের ধৈর্য্য রাখতে হবে । গালাগালি দিয়ে কোনো লাভ হবেনা । আমি মেসেজ লিখি মাত্র ।

আল্লাহ্‌র যা মর্জি তার বাইরে কোনো কাজ কেউ করতে পারেন না । কাজেই আমাদের কারোর কোনো কাজ বিশেষ করে এইসব স্পিরিচুয়াল কাজ করার ক্ষমতা নেই ভগবানের ইচ্ছে ব্যাতীত ।

ধৈর্য্য ধরে থাকো নিশ্চয়ই কিছু হবে । যেমন কোম্পানি উঠে গেলে ভিপি বিরক্ত হয় । কিন্তু পরে দেখা গেলো হয়ত যে কোম্পানি তাকে বিদেশের ব্রাঞ্চে জেনেরাল ম্যানেজার করে দিয়েছে । কাজেই তোমাদেরও উত্তরণ নির্ঘাত হবে ।

অন্য কোনো বিভাগে ভগবান তোমাদের যোগিনী কেন শক্তিশালী গড করে দেবেন ও তোমরা পুজো পেতে শুরু করবে । এই মাইনর যোগিনীদের পুজো এইজন্য ধরা থেকে উঠে যাবে কারণ এদের ডেকে ডেকে নষ্ট তান্ত্রিকরা দুনিয়ার ক্ষতি করে চলেছে ।

আর এরা ইগো বেসড্ সত্ত্বা নিজেদের মঙ্গলও বোঝেনা কাজেই পুজো পাবার আশায় মানুষ ও জীবকূলের ক্ষতি করে চলেছে । এরা সরে গেলেই এদের খালি এনার্জিতে গান্ধারেরা এসে বসবে । তারা পুজো পাবে কারণ তারা মনুষ্য সমাজের জন্য অনেক কিছু করে থাকে । যোগিনীদের আসল কাজ ছিলো হিলিং দেওয়া কিন্তু তারা এখন অনেকেই তার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে ।

দাউদ ইব্রাহিম বীরভদ্র থেকে ভৈরব অবতার হয়ে যাবেন । উনি এখন হয়ে গিয়েছেন এক সাধক । ফকির । আর ক্রাইম দুনিয়ার সাথে যুক্ত নন । বরং আইনকে সাহায্য করেন । আর ওনাকে এখানে ভগবান যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন তা উনি করেছেন । দস্যু রত্নাকর থেকে হয়ে গিয়েছেন ঋষি বাল্মিকী । ওনার বাবাকে অন্যায়ভাবে জেলে দেওয়া হয় ও সংসারের দরিদ্রতা ধরতে ছোটমোট ক্রাইম থেকে উনি বড় ক্রিমিন্যাল হলেও কাউকে অন্যায় ভাবে মারেননি ও কারো সংসার বা ঘর নষ্ট করেননি । আর মুম্বাই ব্লাস্ট তো করেন নি তা আইন বার করবে একদিন । ওটা আর এস এস এর কীর্তি ।

আবার হিউমান রাইটস্ অ্যাবিউজ করে যারা সেই সমস্ত মুসলিম দেশ ধংস হয়ে যাবে ।

যারা বেঁচে যাবে আমি বরং তাদের নাম দিই ।

সেটা বেশি সহজ ।

ইউ-এ-ই, লেবানন, ইরান, জর্ডন , তুর্কিয়ে, ইজিপ্ট, বাহ্‌রিন এগুলোর নাম আসছে ।

এরা ভালো থাকবে ।

কুয়েত ও আবু ধাবির নামও আসছে তবে আমি জানিনা এদের সম্পর্কে কি হবে ঠিক । অন্যান্য মুসলিম দেশ যেমন কাতার , ওমান , সৌদি আরব , ইরাক, মরক্কো এসবে সমস্যা হবে । আর কাতারে ৫০০ বছর কোনো মনুষ্য থাকবে না আর । জনমানবহীন হয়ে পড়বে ।চিল , শকুন উড়ে বেড়াবে । ওদের আমিরের বৌকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে দেবে আর আমিরকে জখম করে পরে মারবে । ইকোনমি পড়ে যাবে ও বিষাক্ত গ্যাসে পুরো দেশ বিনষ্ট হয়ে যাবে । অন্যান্য দেশেরও একই হাল হবে । সৌদির যুবরাজকে ওরই পরিবারের কেউ জনসম্মুখে কুপিয়ে মারবে । ওর নরমুন্ড নিয়ে পাবলিক হোলি খেলবে । ইজরায়েলের এক বড় ভূমিকা থাকবে এইসব উত্থানে । এই মুসলিমগুলো কোরান মানেনা । শান্তির বারি না ছিটিয়ে মানুষকে

বিশেষ করে মহিলাদের ও দূর্বলদের কষ্ট দিয়ে থাকে তাই আল্লাহ্ এবার এদের শাস্তি দেবেন ।

এখানে একটি কথা বলে রাখি যে গান্ধারেরা (দোলন ও দীপঙ্কর দার হায়ার সেল্ফ আসলে) আমাকে দিয়ে ম্যানিফেস্ট করালো মানে এটা ওঁদের বাসনা আমাকে দিয়ে ফুলফিল করালেন কারণ আমি একজন সাধিকা হিসেবে আর বাসনা ধরে রাখিনা । কিন্তু ভগবান আমাকে দিয়ে এগুলি লেখাতে চান । কিন্তু লিখতে গিয়ে গল্প ও উপন্যাস আমাকে যথেষ্ট ব্রেন স্টর্মিং করতে হয়েছে বা হয় । এইসব লেখা নয় অবশ্যি কারণ এগুলি তো দৈব লেখা বা চ্যানেল্ড্ লেখা হচ্ছে কিন্তু নর্মাল সাহিত্যগুনো । তাই ওটা ওঁরা ম্যানিফেস্ট করালেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন অটোমেটিক লেখা নয় কারণ রচনাগুনো আমারই। আর সমস্ত সাধক ও সাধিকাদের ক্ষেত্রে এটাই হয় । তাঁদের পিতৃপুরুষ ও দেবদেবীরাই তাঁদের দিয়ে ম্যানিফেস্ট করিয়ে থাকেন কারণ যোগী ও সাধকদের আর বাসনাগুনো তত থাকেনা তাইজন্যেই তাঁরা মোক্ষ পেতে সক্ষম হন অথবা সেইদিকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারেন । অথচ তাঁদের গাঢ় ও গূঢ় আধ্যাত্মিক এনার্জি থেকে ম্যানিফেস্ট করালে একটা সাধারণ লেখক কিংবা লেখিকার/ কবির রচনার চেয়ে অনেক বেশী প্রোফাউন্ড ছাপ

ফেলতে পারে সৃষ্টিগুলো সমাজে ও কালজয়ী কেবল নয় যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকতে পারে ।

যেমন কবীরের দোঁহাগুনো ।

ঠাকুরের কথামৃত ।

এখানে একটি কথা আরো বলি যে মোক্ষ পাওয়া সহজ নয় । যদিও এই জগতে অনেকেই ক্লেম করেন যে তাদের মোক্ষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু মোক্ষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন । বুদ্ধা বা অরিহন্ত খুব কম হয় । কারণ এসব হতে গেলে এত এনার্জি চার্ন হয় যে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । কুলকুন্ডলিনী সহস্রারা চক্র দিয়ে যখন মহাজগতে মিশে যায় তখন সাধকের দেহও বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু গুরু কৃপাতে কেউ কেউ এখানে থেকে যান । তাঁদের সবচেয়ে নিকটের আত্মার কর্ম নিয়ে নেন তাঁরা ও ঐ দেহকে ধারণ করে এখানে জীব/মানুষের মঙ্গল করার জন্য রয়ে যান । এই প্রসেস খুব জটিল ও মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটে এতে । একমাত্র রিয়েলাইজড্ গুরুরাই একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যেমন রামকৃষ্ণ দেব, বাবাজী মহারাজ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি । কাজেই এইসব সন্তদের যারা অপমান করবে তাদের যেমন ফল অবশ্যম্ভাবি সেরকম যারা রেস্পেক্ট দেবে তারাও আনন্দে রইবে । রিয়েলাইজড্ সন্তরা কেবল মানব ও

পশু জগতের ভালোর জন্য আল্লাহ্ মর্জি মতন কাজ করে থাকেন ও দর্শকের আসনে বসে থাকেন ।

বাংলায় নতুন সরকার আসবে । নিও সোসিয়ালিজ্‌ম আসবে । শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী । উনি বাংলাকে এক নতুন দিশা দেখাবেন ।

মমতা ব্যানার্জ্জীকে বিশেষ পদে বসানো হবে ও ওনার অভিজ্ঞতা ও লিডারশিপ কোয়ালিটি নিয়ে রাজ্য চালানো হবে । এ এক অন্য রাজ্য দেখবে মানুষ । মমতা ব্যানার্জ্জী শ্যাডো লিডারের রোলে বসবেন । এ জিনিস ভারতে হয়না । অন্য রাজ্যগুনো বাংলা থেকে শিখবে এবার সেই জিনিস ।

হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স টুডে , ইন্ডিয়া থিংক্স টুমরো ।

আবার নব নব জিনিস বাংলা থেকেই শিখবে সারা ভারত । বাঙালীকে কাঙালী বলা বেরিয়ে যাবে এবার । বাংলা ওয়ান অফ্ দা লার্জেস্ট মানি মেকার হবে ভারতের অর্থনীতিতে ।

আসলে ব্রহ্ম রাক্ষসের এনার্জিকে সরাতে হবে । আর পৈশাচিক এনার্জিগুনো । সেটা এবার হয়ে যাবে । আর রাক্ষস ও পিশাচেরা ওদের গ্রহ থেকে ও ব্যান্ড

থেকে আর এখানে কেন কোথাও যেতে পারবেনা । ওরা ধবংসাঅক সত্ত্বা । ওদের আর রেড লাইন ক্রস করতে দেওয়া হবেনা । মাঝে মাঝে গিয়ে আর্ক অ্যাঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল ও আর্ক অ্যাঞ্জেল মেটট্রন ওখানে বেগন স্প্রে দিয়ে আসবে ওদের জনসংখ্যা কন্ট্রোল করতে । ওরা খ্ব শয়তান জীব । হায়না /শৃগাল এদের মতন ।

বাংলালাইভ থেকে পরিচয় হওয়া অসীম ব্যানার্জ্জী বা মিশুকদা তন্ত্র সাধক ছিলেন । উনি আইভির এইসব কীর্তিকলাপ সবই বুঝতে পেরেছিলেন যে ও সবার ক্ষতি করছে তুকতাক করে করে যদিও আমাকে কোনোদিনও বলেননি ।হয়ত উনি আমার লেখা পড়ে যুক্তি দিয়ে ও প্রমাণ দিয়েও বোঝাতে পারেন লোকেদের যদি কেউ জানতে চান আদৌ ।তবে শোনা যায় যে মহুয়ার গোষ্ঠির অনেক মানুষ এসব জানে যেমন সৌমিত্রদা(উত্তম কুমারের সিনেমা আছে ওনার বাবার গল্প নিয়ে) ও অন্যান্যরা । তবে মুখে সবার কুলুপ । কেন কে জানে ।

ভয় ? ভয় ভয় ভয় , যদি যোগিনী তাড়া দেয় !

Maa Brahmani

মা মহেশ্বরী

Yogini

"For I know the plans that I have for you,' declares the LORD, 'plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope. (Jer 29:11)"
— **Jeremiah, Jewish Prophet**

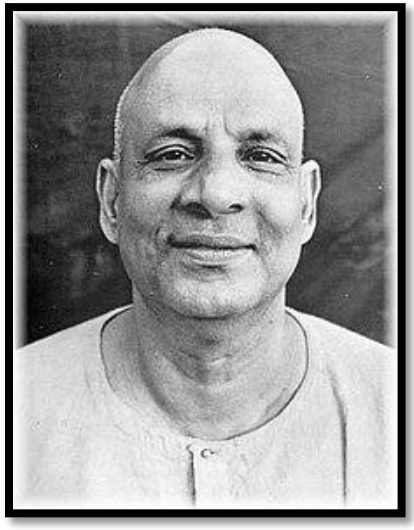

Swami Sivananda

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।